রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১০ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৫ নভেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২১.২৮৩– খ্যাতিমান কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক গত ১৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

২। অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/২২ নভেম্বর ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

০৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৮

ঢাকা: ----------

২২ নভেম্বর ২০২১

খ্যাতিমান কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক গত ১৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

জনাব হাসান আজিজুল হক ১৯৩৯ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে সম্মানসহ স্নাতক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী জনাব আজিজুল হক রাজশাহী সিটি কলেজে শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ তিন দশকের বেশি অধ্যাপনা পেশায় নিয়োজিত থেকে তাঁর কর্মজীবনের সফল সমাপ্তি ঘটে। তিনি ২০০৯ হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বঙ্গবন্ধু চেয়ার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ষাটের দশকের এই কথাসাহিত্যিকের কৈশোর জীবনেই সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি ঘটে। জীবনসংগ্রামে লিপ্ত মানুষের কথকতা তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রধান অনুষঙ্গ। তাঁর সাহিত্যে রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব ভাষা শৈলী। পূর্বমেঘ পত্রিকায় ‘একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে’ গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পরই তিনি একজন ব্যতিক্রমী কথাশিল্পী হিসাবে আবির্ভূত হন। ইতিহাস, ঐতিহ্য, দেশভাগ, দাঙ্গা, মহান মুক্তিযুদ্ধ, জীবনের উত্থান-পতনসহ অসংখ্য বিষয়ে তাঁর সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ‘সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য’, ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’, ‘মা-মেয়ের সংসার’ প্রভৃতি তাঁর ছোটগল্প সংকলন। ‘আগুন পাখি’, ‘সাবিত্রী উপাখ্যান’ ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তাঁর সাহিত্যকর্ম শুধু বাংলায় নয় ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, রুশ ও চেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি দেশে-বিদেশে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে - একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার এবং আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডি.লিট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, সাহিত্য ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ২০১৯ সালে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার'-এ ভূষিত করা হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক ছিলেন স্নেহপরায়ণ একজন আদর্শ, দায়িত্ববান ও সহানুভূতিশীল শিক্ষক। তিনি ছিলেন বিনয়ী, সদালাপী, পরমতসহিষ্ণু, মুক্তচিন্তা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী একজন উদারনৈতিক মানুষ।

অধ্যাপক হাসান আজিজুল হকের মৃত্যুতে দেশের সাহিত্য অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা। তাঁর মৃত্যুতে দেশ ও জাতি হারাল আলোর দিশারি এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে।

মন্ত্রিসভা অধ্যাপক হাসান আজিজুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd